120175 - কষ্ট থকেে মুক্তরি দোয়া করা উত্তম; নাকি ধর্যৈ ধারণ করা?

প্রশ্ন

আল্লাহ্র কাছে কষ্ট থকেে মুক্তরি দোয়া করা কি জায়যে; নাকি উত্তম হলো ধর্যৈ ধারণ করা?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

কষ্ট থকেে মুক্তরি জন্য দোয়া করতে কোন আপত্তি নইে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদরেকে নরিাপত্তা প্রার্থনার প্রতি উদ্বুদ্ধ করছেনে। তনিি বলছেনে: ‘তোমেরা শত্রুর সাক্ষাৎ কামনা করো না। আল্লাহ্র কাছে নরিাপত্তার দোয়া কর।’[সহহি বুখারী (৭২৩৭) ও সহহি মুসলমি (১৭৪২)]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে দোয়া ছলি যখন তনিি কোন রোগীকে দখেতে যতেনে:

اللَّهُمَّ أَذْهِبْ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ ، وَاشْفِ ، فَأَنْتَ الشَّافِي ، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

(ওগো আল্লাহ, ওগো মানুষরে প্রভু! আপনি কষ্ট দূর করে দনি। আপনি আরোগ্য দনি। আপনইি আরোগ্যকারী। আপনার আরোগ্য ছাড়া আর কোন আরোগ্য নইে। এমন আরোগ্য যা কোন রোগ রখেে যাবে না)।[সুনানে তরিমযিি (৩৫৬৫), আলবানী ‘সহহিুত তরিমযিি’ গ্রন্থে হাদসিটকিে সহহি বলছেনে]

উসমান বনি আবুল আস (রাঃ) এসে তার শরীরে ব্যথার অভযিোগ করলনে। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললনে: আপনার শরীররে যে স্থানে ব্যথা হচ্ছে সখোনে আপনার হাত রখেে তনিবার بسم الله (বসিমল্লিাহ্) বলুন এবং সাতবার বলুন:

أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ

(আমি যে অনষ্টি পাচ্ছি ও যে অনষ্টিরে আশংকা করছি তা থকেে আল্লাহ্র কাছে ও তাঁর কুদরতরে কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।)[সহহি মুসলমি (২২০২)]

আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নর্বিাচতি বান্দা তথা আম্বয়িা আলাইহমিুস সালামরে ব্যাপারে উল্লখে করছেনে যে, তারা তার কাছে রোগ

দূর হওয়ার জন্য দোয়া করতনে। আল্লাহ্ তাআলা বলনে: "আর স্মরণ করুন আইয়ূবকে; যখন তনিি তার প্রভুকে ডকেে বলছলিনে: ক্ষতি আমাকে স্পর্শ করছে; আর আপনি তো সর্বশ্রষ্ঠে দয়ালু। তখন আমরা তার ডাকে সাড়া দলিাম।"[সূরা আম্বয়িা, ২১: ৮৩-৮৪]

তনিি আরও বলনে: "আর স্মরণ করুন যুন-নূনকে (মাছওয়ালাকে); যখন তনিি প্রচণ্ড রগেে প্রস্থান করলনে। তনিি ধারণা করছেলিনে যে, আমরা তার ওপর সংকীর্ণতা আরোপ করব না। তারপর তনিি অন্ধকারসমূহে থকেে এই বলে ডাক দলিনে: 'আপনি ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নইে। আপনি কতইনা পবত্রি ও মহান! নশ্চিয়ই আমি অন্যায়কারীদরে অন্তর্ভুক্ত। তখন আমরা তার ডাকে সাড়া দলিাম এবং তাকে দুশ্চন্তিা থকেে মুক্ত করলাম। আর এভাবইে আমরা মুমনিদরেকে মুক্ত করে থাকি।"[সূরা আম্বয়িা, ২১: ৮৭-৮৮]

এবং এটিও সাব্যস্ত হয়ছেে যে, যখন ইহুদী লাবীদ বনি আল-আ'সাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জাদু করছেলি তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপন প্রভুর কাছে দোয়া করছেলিনে যাতে করে তনিি তাকে এই পরীক্ষা থকেে আরোগ্য করনে।

ইমাম মুসলমি (২১৮৯) আয়শিা (রাঃ) থকেে সংকলন করনে যে, তনিি বলনে: বনু যুরাইক্ব গোত্ররে এক ইহুদী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জাদু করছেলি। সইে ইহুদীকে বলা হত: লাবীদ বনি আল-আ'সাম। তনিি বলনে: এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কাছে মনে হত যে, তনিি কোন কাজ করছেনে; অথচ তনিি সটেি করনেনি। এক পর্যায়ে এক দনি কংিবা এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করলনে, আবার দোয়া করলনে, আবার দোয়া করলনে। এরপর বললনে: হে আয়শিা! তুমি কি অনুভব করতে পরেছে: আমি যে বষিয়ে আল্লাহ্র কাছে ফতোয়া চয়েছে তনিি সইে বষিয়ে আমাকে ফতোয়া দয়িছেনে... হাদসিটরি শষে পর্যন্ত।

নববী বলনে:

রাসূলরে বাণী: "এক পর্যায়ে এক দনি কংিবা এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করলনে, আবার দোয়া করলনে, আবার দোয়া করলনে": অপছন্দনীয় কোন কছিু ঘটলে দোয়া করা, বারবার দোয়া করা এবং উত্তমরূপে আল্লাহ্র কাছে ধর্ণা দয়ো মুস্তাহাব হওয়ার পক্ষে এটি দললি।[সমাপ্ত]

এর মাধ্যমে পরস্কিার হয়ে গলে যে, বপিদ দূর করার জন্য দোয়া করা ও ধর্যৈ ধারণ করার মধ্যে কোন সংঘর্ষ নইে। কনেনা আল্লাহ্ তাআলা আমাদরেকে দোয়া করার ও তাঁর কাছে মনিতি করার নর্দিশে দয়িছেনে। আমরা তাঁকে ডাকাটাই ইবাদত। তনিি বলনে: "তোমাদরে প্রভু বলনে: তোমেরা আমাকে ডাক; আমি তোমাদরে ডাকে সাড়া দবি।"[সূরা গাফরে, আয়াত: ৬০]

এবং তনিইি আমাদরেকে ধর্যৈ ধরার নর্দিশে দয়িছেনে এবং ধর্যৈ ধারণ করলে অবারতি পুরস্কার দয়োর প্রতশ্রিুতিও

দয়িছেনে। তনিি বলনে: “তনিি ধর্যৈশীলদরেকে তাদরে প্রতদিান বহেসিাবে প্রদান করনে” [সূরা যুমার, আয়াত: ১০]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রভুকে ডকেছেনে। আর তনিি হচ্ছনে ধর্যৈ ধারণরে ক্ষত্রেে সর্বাধকি পরপিূর্ণ বান্দা, আল্লাহ্র তাকদীররে প্রতি সর্বাধকি সন্তুষ্ট ব্যক্তি। এটি প্রমাণ করে যে, দোয়া করাটা ধর্যৈ ধারণ এর সাথে সাংঘর্ষকি নয়। কনেনা ধর্যৈ হচ্ছে: তাকদীর ও নয়িতরি প্রতি অসন্তুষ্টি ও আপত্তি তোলা থকেে নজিকেে সংবরণ করা।

তাই কোন বান্দা সবররে ইবাদত ও দোয়ার ইবাদত একত্রে পালন করার ক্ষত্রেে কোন প্রতবিন্ধকতা নইে। বরঞ্চ সটেি অধকি উত্তম ও সর্বাধকি পরপিূর্ণ। এবং এটি ছলি আমাদরে নবী মুহাম্মদরে অবস্থা।

আমরা আল্লাহ্র কাছে দোয়া করছি যাতে করে তনিি আমাদরেকে দ্বীনি জ্ঞানে প্রজ্ঞা দনে।

আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।